

মুতাশাবিহাত আয়াত

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াব্বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "মুতাশাবিহাত আয়াত"। 'শিন', 'বা', 'হা', দ্বারা গঠিত শব্দ সমূহ পবিত্র কোরানুল করীমে ১২ বার এসেছে। "এক রকম দেখতে", "অনুরূপ", "সদৃশ হওয়া" অস্পষ্ট ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "মুতাশাবিহাত" অর্থ অস্পষ্ট।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

কুরআনের "মুকামত" (স্পষ্ট) আয়াত, সেগুলোই এই কিতাবের মূল, বাকীগুলো "মুতাশাবিহাত" (অস্পষ্ট) আয়াত।

সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ৭

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
 الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
 فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَ
 مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
 بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥﴾

তিনি ই তোমার এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত "মুহকাম", এগুলি কিতাবের মূল; আর অন্যগুলি "মুতাশাবিহ", যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবনতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যাদের জ্ঞানে গভীরতা আছে তারা বলে, 'আমরা এটা বিশ্বাস করি, সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে; এবং বোধশক্তিসম্পনেরা ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা লাভ করে না।

এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "মুতাশাবিহ" আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং এগুলোর ব্যাখ্যা সন্ধানে বিরত থাকা মু'মিন / মুসলমানদের অবশ্যই উচিৎ।

২। আলিফ, লাম, মিম

সূরা ২ বাকারাহ, আয়াতঃ ১

أَلِفٌ

আলিফ-লাম-মীম,

সুরার শুরুতে এধরনের বিযুক্ত(disjoined) অক্ষর গুলোকে “হুরুফ মুক্কাতা’য়াত”(বিযুক্ত অক্ষর) বলা হয়। কুরআনের ১১৪টি সুরার মধ্যে ২৯টি সুরার প্রথমে এ ধরনের বিযুক্ত অর্থ রয়েছে। এগুলোর অর্থ আল্লাহই জানেন এগুলোর অর্থ তলাশ করা উচিত না।

৩।তিনি দয়াময়-রহমান আরশে সমাসীন।

সূরা ২০ ত্ব-হা, আয়াতঃ৫

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾

দয়াময় আরশে সমাসীন,

আল্লাহ কিভাবে আরশে সমাসীন হয়েছেন, কিভাবে অবস্থান করছে, আরশ কেমন ; এগুলো আমাদের জ্ঞানের বাইরে। আমাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা এগুলো বুঝতে পারবনা। চিন্তাশীলদের উচিত এগুলোর ব্যাখ্যার পিছনে লেগে না যাওয়া, বিশ্বাস করতে হবে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। সমস্ত আয়াতই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

৪।(হুদায়বিয়ার শপথের সময়) আল্লাহর হাত ছিল তাঁর সাহাবিদের হাতের উপর।

সূরা ৪৮ফাতহ, আয়াতঃ ১০

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۗ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۗ

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ

اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

যারা তোমার হাতে বায়’আত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বায়’আত করে। আল্লাহর হাত তাদেরই হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভাঙ্গে তা ভাঙ্গার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গিকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দিবেন।

আল্লাহর হাত কেমন এগুলো আমাদের কল্পনার বাইরে, আমরা কল্পনা করতে পারব না। কল্পনা থেকে বিরত থেকে আয়াতের উপর ইমান আনাই শ্রেয়।

৫। এবং তোমার প্রভু যখন উপস্থিত হবেন (বিচারের দিন) আর তাঁর সাথে থাকবে সারি সারি ফেরেশতারা।

সূরা ৮৯ ফজর, আয়াতঃ২২

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং তোমার প্রতিপালক যখন উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিস্তারাও।

আল্লাহর উপস্থিতির ধরন কেমন হবে এটা মানব জ্ঞানের উর্দে। সুতরাং অতি ধারণা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অতি প্রাকৃতিক তথা মানবিক জ্ঞানের উর্দে ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়গুলো বুঝাবার জন্য কুরআন মজীদে এধরনের শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এসমস্ত শব্দ ও ভাষা থেকে মানুষের মধ্যে অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আমরা আল্লাহর উপর, তাঁর রাসুলদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, ফিরিশতাদের উপর, বিচার দিবসের উপর, জান্নাত ও জাহান্নামের উপর, তকদীরের উপর 'ইমান' আনলাম।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করি এবং সমস্ত আয়াত বোঝার চেষ্টা করি। আশা করা যায় আল্লাহ কুরআন ও হাদীস বোঝার জন্য আমাদের অন্তর খুলে দিবেন এবং দীনের সঠিক জ্ঞান আমাদের দান করবেন। আমাদের উচিত কুরআন, সহীহ হাদীসের আলোকে দুনিয়ায় আমাদের জীবন পরিচালিত করি, যাতে করে আল্লাহতা'য়লা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যান দান করেন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াব্বারাকাতুহু।